সংবাদ

তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ .....

শিক্ষার্থীদের তুমুল বিক্ষোভে প্রায় অচল রাজধানী

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিশার খুনির গ্রেফতার চাই

পুলিশের আশ্বাসে আপাতত রাজপথ ছাড়ল শিক্ষার্থীরা

ছুরিকাহত রিশাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশার সন্দেহভাজন খুনি ওবায়েদুলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারে পুলিশের প্রতিশ্রুতিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রাজপথ ছাড়ল। গতকাল দুপুর সোয়া ২টার দিকে পুলিশের প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়ে আন্দোলন স্থগিত করে শিক্ষার্থীরা। এর আগে দুপুর ১২টার দিকে স্কুলের শিক্ষার্থীরা কাকরাইল মোড় অবরোধ করে রিশার হত্যাকারীকে গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর ব্যস্ততম এই সড়ক অবরোধের ফলে আশপাশের সড়কগুলোতে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। রাজধানীর একাংশ প্রায় অচল হয়ে পড়ে। দুপুর দেড়টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে রমনা বিভাগের পুলিশের সহকারী কমিশনার শিবলী নোমান ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিশার খুনিকে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় শিবলী নোমান বলেন, ওবায়েদুলের শুধু নাম তাদের কাছে ছিল। এখন তার স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা, ছবি পাওয়া গেছে। তাকে গ্রেফতার সময়ের ব্যাপার মাত্র। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হবে।

এদিকে আন্দোলন স্থগিত করলেও আজ দুপুর ১২টার মধ্যে খুনিকে গ্রেফতার না করা হলে আবারও আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। একইসঙ্গে আগামী ৩১ আগস্ট সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী একযোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুনতাসীর মাহমুদ এ ঘোষণা দেন। শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারও উইলসের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা জানাতে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। শিক্ষার্থীরা সেখানে রিশার খুনিকে গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশের রমনা জোনের ডিসি শিবলী নোমান কাকরাইলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে ক্লাসে

গ্রেফতার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

গতকাল কাকরাইলে রিশার খুনির গ্রেফতার দাবিতে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা —সংবাদ

গ্রেফতার : চাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তার আহ্বানেও রাস্তা ছাড়েনি শিক্ষার্থীরা। বরং দুপুরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যোগ দেয়। শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে যান। তিনি বলেন, বিচারের জন্য যা যা করা দরকার আমরা সব করব। রিশার খুনিকে চিহ্নিত করতে তিনি নিজে তৎপর আছেন জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি আজই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। এই নরপশুর বিচার করতেই হবে। দুপুর আড়াইটার দিকে আন্দোলনের সমন্বয়ক উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুনতাসীর মঙ্গলবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত অবরোধ স্থগিতের ঘোষণা দেন।

রিশাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ

গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় দেখা যায়, স্কুল মাঠে জড়ো হয়ে স্কুল শিক্ষার্থীরা এ হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগান দেয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রিশার বাবা মো. রমজান হোসেন, মা তানিয়া হোসেনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। আন্দোলন চলাকালীন রিশার অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, রিশা ছুরিকাহত হয় স্কুলের সামনের ফুটওভার ব্রিজে। সেখান থেকে সে রক্তাক্ত অবস্থায় এসে দাঁড়ায় স্কুলের ভেতরে, তখন তার পেটের বাঁ দিক থেকে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু তখন স্কুলের গাড়িটা পাশেই ছিল, কর্তৃপক্ষ তাকে গাড়িটা দেয়নি। কোনও শিক্ষক এগিয়ে আসেননি। এ অবস্থায় প্রথম কলেজ সেকশনের দু'জন শিক্ষার্থী এসে ওর ওড়না খুলে পেটে বেঁধে রক্ত থামার ব্যবস্থা করে, তারা নিয়ে যায় পাশের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে নেয়ার পর তারা গুরুতর আহত বলে ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়ে দেয়। রিকশায় করে এখান থেকে ওকে তারা নিয়ে যায়। পুলিশ কেস হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসেনি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল বলেছেন, মামলা হবে, ধরা যাবে না। রিশার মা বিলাপ করে বলেন, আমার বাচ্চার রক্ত পড়তেছিল, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালসহ কেউ এগিয়ে আসেননি। শিক্ষার্থীরা কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, পেটের ভেতর থেকে নাড়ি বের হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি স্কুল কম্পাউন্ডে থাকা গাড়ি দেখিয়ে বলেন, ওই যে কতগুলো গাড়ি, কিন্তু আমার বাচ্চাকে কেউ একটা গাড়ি দেননি। দিলে আমার বাচ্চা বাঁচতো, ওরে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া যেত। স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী ও রিশার শিক্ষক সুমিত বলেন, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি পুলিশ কেস বলে মন্তব্য করে তার রুম থেকেই বের হননি।

শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন নিয়েও স্কুল কর্তৃপক্ষ বিরূপ আচরণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক ফোরামের সদস্য সচিব আঞ্জুমান আরা বলেন, নিজ বাসার পরে একটি শিশুর নিরাপদ জায়গা হলো তার স্কুল। কিন্তু এই ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অদক্ষ। তিনি রিশা আহত হওয়ার পর কোনও পদক্ষেপ নেননি। সহযোগিতা করেননি। গাড়িটা পড়ে ছিল স্কুল মাঠে। কিন্তু রিশাকে গাড়িটা দেননি তিনি। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল সহকারী অধ্যাপক আবুল হোসেন। তিনি বলেন, অভিভাবকদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি যখনই শুনেছি, তখনই ঢাকা মেডিকেলে গিয়েছি। অভিভাবকরা আমার নামে মিথ্যা কথা বলছেন। রিশার মৃত্যুতে গতকাল সকালে স্কুলের মিলনায়তনে শোকসভা হয়।

ঘাতকের নাম মৃত্যুর আগে রিশাই জানিয়ে যায়

এদিকে আহত অবস্থায় হাসপাতালের আইসিইউতে মাকে রিশা জানিয়েছিল, যে ঘাতক ওবায়েদুলই তাকে ছুরিকাঘাত করেছে। ঘটনার পর থেকেই ওবায়েদুল নিরুদ্দেশ। পুলিশ তাকে গ্রেফতারের তৎপর রয়েছে। সে বর্তমানে দিনাজপুরে অবস্থান করছে বলে গোয়েন্দা পুলিশের বরাত দিয়ে জানান রিশার বড় মামা কামাল উদ্দিন মুন্না। তিনি বলেন, গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পেরেছি ওবায়েদুল এখন দিনাজপুরে অবস্থান করছে। কিছুক্ষণের জন্য তার ফোনটি খোলা হয়েছিল। তখনই তার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে এই অবস্থান জানা গেছে। আমরা এখন আশঙ্কায় আছি, সে না আবার সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যায়। এ জন্য সবার কাছে সহযোগিতা কামনা করছি। রিশার হত্যাকারী যেন কোনভাবেই দেশ ত্যাগ না করতে পারে। সেজন্য আমরা পুলিশের কাছেও সাহায্য চাই। ওবায়েদুলের সর্বশেষ অবস্থান দিনাজপুরে ছিল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপ-কমিশনার (রমনা জোন) মারুফ হোসেন সরদার। তিনি বলেন, অভিযুক্তকে (ওবায়েদুলকে) এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। সে সর্বশেষ দিনাজপুরে অবস্থান করছে বলে তথ্য রয়েছে। তার ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি যেখানে কাজ করত, সেখানেও ঠিকানা ছিল না। বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। বৈশাখী টেইলার্সের মালিকের বরাত দিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ওবায়েদুল দুই মাস আগে টেইলার্সের কাজ ছেড়ে দেয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে রিশার বাবা বলেন, ভাই আমার তো সব শেষ হয়ে গেল। আমি এখন কী করমু, কোথায় যামু। আমার এতটুকু বাচ্চাকে মেরে ফেলল। ছোটবেলা থেকেই ওরে নিয়ে আসতাম, আর নিয়ে যেতাম। ওর মা অসুস্থ। আর আমিও ঠিকমতো সময় দিতে পারতাম না। সে কারণে স্কুলভ্যানে করে মেয়ে আমার যাওয়া-আসা করত। বিরক্ত করার কারণে ওই মোবাইলটাও বন্ধ করে দেই। কিন্তু এত মাস পরও যে ওই ছেলে এমন রূপ ধারণ করবে তা বুঝতে পারিনি। ভ্যানে না দিলে আমার মাইয়াটার এ অবস্থা হতো না। সন্তান হারা পিতার এই বুকফাটা আর্তনাদে এ দিন অশ্রু ধরে রাখতে পারেননি সেখানে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরাও। রমজান আলীর কান্না দেখে বাসার বলেন, অনেক বাবাকেই কাঁদতে দেখছি কিন্তু উনার মতো কাউকে দেখি নাই। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য হলো বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ।